কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৪৯তম (বিশেষ) সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৯তম (বিশেষ) সভা গত ২৩/৯/২০০৪ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ এম, নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য জনাব মোঃ আবুল হোসেন, সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব, আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর জনাব হাওলাদার কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পক্ষে কার্যপত্রের আলোচ্য সূচী অনুযায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। আলোচনার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বিগত ৪৮তম সভার কার্যবিবরণীর পরিসমর্থনের বিষয়টি জানতে চাহিলে জনাব হাওলাদার বলেন যে, আগামী সভায় ৪৮তম সভা এবং অদ্য বিশেষ সভার কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ আলু বীজের জাত ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুমোদন ও বীজ আলু আমদানী।
জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার আলোচ্য সূচী-৪ এ প্রচলিত ও টিসিআরসি কর্তৃক সংশোধিত " Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Logelly developed)" আলু বীজ ছাড়করণ মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় আলু বীজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিমিত্তে ট্রায়াল স্থাপন ও বীজ আলু আমদানী প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়। আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত পদ্ধতির মধ্যে পূর্ববর্তী পদ্ধতির মত Insect Reaction টেষ্ট ব্যবস্থা বহাল রেখে কারিগরি কমিটি কর্তৃক একটি সুপারিশ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সংশোধিত পদ্ধতিটি অদ্যকার সভায় ডঃ হারুন অর রশিদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, গাজীপুর কর্তৃক উপস্থাপন করা হলে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, উক্ত পদ্ধতির বিভিন্ন দিক যথা Insect Reaction, Dry matter range এবং Non-refrigerated storbiality প্রভৃতির নির্দিষ্ট মাত্রা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন অর রশিদ বলেন Insect Reaction এক্ষেত্রে Colorado potato beetle মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বি আই সিদ্দিক বলেন দেশে বর্তমানে ছয়টি potato ফ্লেক্স কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কারখানা গুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে দেশে বহু আলু উৎপাদন করা প্রয়োজন। জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রীম সীড কোং বলেন যে, আলু ছাড়করণের নিমিত্তে প্রথমে ৫ বছর ছিল বর্তমানে ৩ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে ইহা ২ বছর নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির মতামত জানতে চাওয়া হলে এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন বলেন আলু Degenaration Test, Storability & Farmer acceptability দেখার ক্ষেত্রে কম পক্ষে ২ থেকে ৩ বছর সময় প্রয়োজন। এ প্রসংগে প্রফেসর আবদুল খালেক বলেন ইন্ডাষ্ট্রিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় ২ বছর সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি মহোদয় জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতামত জানতে চাওয়া হলে মিলের জাতগুলোর ছাড়করণের ক্ষেত্রে অল্প সময় বিবেচনা করা যেতে পারে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। পরিশেষে বাংলাদেশ বীজ উৎপাদক কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান জনাব আনোয়ারুল হক এর ২২/৮/২০০৪ইং তারিখের প্রেরিত বেসরকারী পর্যায়ে উপযোগীতা যাচাই ও ট্রায়ালের জন্য নতুন জাতের (নমুনা স্বরূপ) বীজ আলু আমদানী প্রসংগটি উত্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় টিসিআরসির প্রতিনিধির নিকট ট্রায়ালের নিমিত্তে আলু বীজের পরিমাণ জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে ডঃ হারুন অর রশিদ বলেন ২০০ কেজির স্থলে ২০০০ কেজি বীজ আমদানী করা অত্যাধিক মনে হয়। ইহা ৫০০ কেজি নির্ধারণ করা যেতে পারে। ডঃ এ বি এম মফিজুর রহমান, মহা পরিচালক, ঈক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট জানতে চান যে, যেহেতু টিসিআরসি, বিএডিসি, এসসিএ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আলু বীজ দিতে হবে সেহেতু ২০০ কেজির স্থলে ২০০০ কেজি আমদানী করলে দেশে কি ক্ষতি হতে পারে। এ প্রসংগে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক বলেন, একটি বা দুটি কোম্পানী এই পরিমাণ বীজ আমদানী করলে দেশের তেমন ক্ষতি না হলেও এ ক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক কোম্পানী বীজ আমদানী করলে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের বাজারজাত ব্যাহত হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ক) ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যবহার ও রপ্তানীযোগ্য জাতগুলোর ক্ষেত্রে ২ বছরের এবং সাধারণ জাতসমূহের ক্ষেত্রে ৩ বছর ট্রায়ালের প্রচলন করার নিমিত্তে " Revised procedure of potato variety evaluation system in Bangladesh (Exotic & Lolly developed)" পদ্ধতিটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।
খ) টিসিআরসি এক সপ্তাহের মধ্যে বিএডিসি, এসসিএ এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি নিয়ে আলু বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণের একটি সুপারিশমালা প্রনয়ণ করবে। (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও আবাদের অনুমোদন।

জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী ২৬/৮/০৪ইং তারিখে হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটি ঢাকা অঞ্চলে বিপণন ও আবাদের জন্য সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড মহোদয় বরাবর অনুরোধ করেন। পত্রে উল্লেখ করেন যে, যথারীতি পাঁচটি অঞ্চলে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে ব্র্যাক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাকী মাত্র একটি অঞ্চলের জন্য বিশেষ বিবেচনায় অনুমোদন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাকের জিবি-৪ জাতটি ২০০১-২০০২ বোরো মৌসুমে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের জন্য এবং ২০০২-২০০৩ মৌসুমে কুমিল্লা, যশোর ও ময়মনসিংহ চেক জাত হতে ২০% বেশী ফলন পাওয়ায় কারিগরি কমিটির ৪৬ সভায় জাতটিকে সারা দেশে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভায় জিবি-৪ জাতটি দেশের চাষ যোগ্য সকল এলাকায় আবাদের জন্য নিবন্ধন করা হয়। কোন প্রকার বিশেষ বিবেচনায় উক্ত জাতটির অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। এ বিষয়ে ব্র্যাকের জিজি-৪ জাতটি ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ মৌসুমের মূল্যায়নকৃত ফলাফল উপস্থাপন করা হলে, জনাব মোহাম্মদ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী এর ২৬/৮/০৪ইং তারিখের আবেদন পত্রটি প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেন। তবে তিনি বলেন যে ঢাকা অঞ্চলে এ জাতটির চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোজাম্মেল হক হাওলাদার, উপ-পরিচালক, ডিএই, হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটি ঢাকা অঞ্চলের কয়েকটি ফলাফল অবহিত করেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধান বীজ ৯৯-৫ (হীরা) জাতটির ঢাকা অঞ্চলে বিগত মৌসুমের চাষী পর্যায়ের উৎপাদন ফলাফল ডিএই উপস্থাপন করবে। (দায়িত্ব ঃ ডিএই এবং এসসিএ)

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বীজ আলুর গ্রেড পুনঃ নির্ধারণ।

মহাব্যবস্থাপক (বীজ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের পত্র নং-মাঃনিঃ (আলু) কারিগরি- ১০৭/২০০৩-০৪ তাং-১৯/৭/২০০৪ইং মূলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী এবং সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড বরাবরে বীজ আলুর গ্রেড পুনঃ নির্ধারণের বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। পত্রমুলে তিনি বর্তমানে আলুর গ্রেড যথা গ্রেডে ২৮-৩৫ মিঃমিঃ, বি গ্রেড ৩৬-৮৫ মিঃমিঃ এর পাশাপাশি ২০-২৭ মিঃমিঃ (আন্ডার সাইজ) ও ৫৬-৬০ মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) দুটি নতুন গ্রেড অর্ন্তভূক্তির প্রস্তাব করেন। পত্রে আরো উল্লেখ করেন যে, আমদানীকৃত বেসিক বীজ আলু (ই-ক্লাস) দ্বারা ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত গ্রেডের বীজ আলু ছাড়াও ছোট (আন্ডা সাইজ) এবং বড় (ওভার সাইজ) আকারের বীজ আলু উৎপাদিত হয় এবং এ সকল বীজ আলুর গুণগতমান, উৎপাদনশীলতা ও জেনেটিক্যাল বিশুদ্ধতা প্রচলিত গ্রেডের বীজ আলুর সমতুল্য। আরো উল্লেখ করেন যে, বিএডিসির নিজস্ব খামারে ওভার সাইজ বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলে প্রতি হিলে কান্ডের সংখ্যা, বীজ আলুর সংখ্যা, বীজ আলুর গড় ওজন ও একর প্রতি গড় ফলন ৫৫-৬০ মিঃমিঃ সাইজের বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলের তুলনায় অধিক ভাল। অপরদিকে আন্ডার সাইজ অর্থাৎ ২০-২৭ মিঃমি বীজ আলু ব্যবহার করা হলে গুণগতমান সম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে সহায়ক হবে। চাষী পর্যায়েও এ সাইজে বীজ আলুর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। অপর দিকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৩তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৩-২০০৪ উৎপাদন মৌসুমে ব্যবহৃত ওভারসাইজ ও আন্ডার সাইজ ভিত্তি বীজ আলু দ্বারা আবাদকৃত বীজ ফসলের মাঠ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক মাঠ প্রত্যয়ন প্রদান করেন। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি বলেন যে, ব্রিডার ও ভিত্তি আলু বীজের গ্রেডের কৃষকের কোন লাভ-লোকশান জড়িত নাই। কিন্তু প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজ আলুর বিভিন্ন আকার ও মূল্যের সাথে কৃষকের লাভ-লোকশান জড়িত। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত আন্ডার সাইজ ও ওভার সাইজ ব্যবহৃত বীজ আলু উৎপাদনে কি ধরনের প্রভাব রাখে তা দেখা যেতে পারে। অতঃপর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিএডিসির প্রস্তাবিত বীজ আলুর গ্রেড ২টি যথা ২০-২৭ মিঃমি (আন্ডার সাইজ) ও ৫৬-৬০ মিঃমিঃ (ওভার সাইজ) অনুমোদনের নিমিত্তে বিএডিসির ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করা হলো। উক্ত সাইজের ভিত্তি বীজ আলু শুধুমাত্র বিএডিসির নিজস্ব খামারে বীজ আলু উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে হবে কৃষকের মধ্যে বিতরণ বিক্রি করা যাবে না।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ভারতীয় তোষা পাট জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাত বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ।

বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-কৃষি/বীজ উইং/বীজ-প্রশা-৬৫/০২/৩৫৯ তাং ১১/৯/২০০৪ মূলে উদ্ভাবিত ভারতীয় তোষা পাট জেআরও০৫২৪ (নবীন) জাতটি বাংলাদেশের নিয়ম নীতির আলোকে ছাড়করণের বিষয়ে কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের মতামত/সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। পত্রে উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৯৯ সালে বন্যা জনিত কারণে বীজ সংকটের আশংকায় মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় উক্ত জাতের ১০০০ মেঃ টন বীজ আমদানীর অনুমতি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৪তম সভার আলোচ্য সূচী-৬ এ ভারতীয় তোষা পাট জাত জেআরও-৫২৪ (নবীন) বাংলাদেশে মূল্যায়ন ও ছাড়করণ প্রক্রিয়ার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, নিয়ম মাফিক উক্ত ভারতীয় জাতের উপযোগীতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেহেতু পাট একটি

নিয়ন্ত্রিত ফসল তাই পাটের জাত ছাড়করণে যথারীতি ডিইউএস টেষ্ট ও মাঠ মূল্যায়ন সম্পাদন করা দরকার। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতটির মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে বিএডিসি ও বিজেআরআই এর মতামত নেয়া দরকার। ডঃ সামসুদ্দিন আহমদ, প্রকল্প পরিচালক, বিজেআরআই বলেন যে, আমাদের দেশে ভারতীয় পাট বীজ আবাদের মূল কারণ হলো আমাদের দেশে উৎপাদিত পাট বীজ যথাসময়ে কৃষকের কাছে পৌছে না। ফলে কৃষকরা ভারত বা অন্য কোন উৎস থেকে পাট বীজ সংগ্রহ করে আবাদ করেন। এ বিষয়ে মোঃ বেলায়েত হোসেন, মূখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন আমাদের দেশের উৎপাদিত পাট বীজ প্রায় প্রতি বৎসর অবিক্রিত থাকে। এ প্রসংগে জনাব বিআই সিদ্দিক, সভাপতি, সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশ বলেন যে, ভারতীয় নবীন পাট বীজের জাতটি আগে বপনপূর্বক আগে কর্তন করে কৃষকরা যথাসময়ে আমন ফসল চাষ করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, নবীন জাতটির স্বল্প জীবনকাল হওয়ায় আমাদের দেশের কৃষকের মধ্যে এর চাহিদা থাকতে পারে। অপরদিকে জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক হাওলাদার, উপ-পরিচালক, ডিএই বলেন যে, ভারতীয় কোন পাট জাতই বাংলাদেশের জাত থেকে ভাল ফলন দেয় না।

সিদ্ধান্ত ঃ ভারতীয় পাট বীজ জেআরও-৫২৪ (নবীন) জাতটির মূল্যায়ন ও ছাড়করণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে (দায়িত্ব ঃ এসসিএ ও বিজেআরআই)।

আলোচ্য বিষয় বিবিধ ঃ মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৮তম সভার আলোচ্য সূচী বিবিধ খ এর সিদ্ধান্ত (খ) এর প্রতি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আলোচনাপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত আখের জাত মূল্যায়নে বিএসএফআইসি পরিচালক (ইক্ষু উন্নয়ন ও গবেষণা) কে অথবা তার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে মূল্যায়ন দলে কো-অপ্ট সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ আবুল হোসেন)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।